ঢাকার সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (আরএসটিপি) ও দু'টিকথা

মো: নাসির উদ্দিন তরফদার
DcmiPe, UvÝ‡cvU BwÄwbqvi, wWwUwmG

মুকাররাম মাহমুদ ছহুল
UvÝ‡cvU Kbmvj‡U›U, wWwUwmG

কারার শোয়েব
ডিটিসিএ

অতি প্রাচীন কাল হতে নগর সভ্যতার পত্তন বা শুরু হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে। বিভিন্ন শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর তীরে, বিকাশ লাভ করেছিল উন্নততর সভ্যতা, যেমন: মিশরীয়, আসিরিয়, ব্যাবিলনীয় ও সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। প্রাচীন নগরীগুলোর ধ্বংসাবশেষ হতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ করে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, পারমোপোলিশ, ওয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি নগরীতে পরিকল্পিতভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রোড নেটওয়ার্ক, ভূমি ব্যবহারের শ্রেণীবিভাজন (Zoning System) অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হয়েছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারে নগরীর রাস্তাগুলো ছিল গ্রিড সিস্টেমের ও শ্রেণী-বিন্যাসকৃত। সে সময় নৌ ও সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে এক নগরী অন্য নগরীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ রক্ষা করত।

আধুনিক বড় বড় শহরগুলোতে বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক যেমন: গ্রীড, স্টার, ম্যাস ও রিং নেটওয়ার্ক দেখা যায়। যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে সড়ক ও রেল উভয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ঢাকার আবাসন সমস্যা ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যে নতুন নতুন স্যাটেলাইট শহর যেমন ঝিলমিল, পূর্বাচল, টঙ্গী, আশুলিয়া, সাভার, রূপগঞ্জ ইত্যাদি তৈরি করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গণপরিবহন (বিআরটি, এলআরটি, এমআরটি) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নতুন নতুন সিবিডি বা সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিকট সৃষ্টি করা যেতে পারে। ফলে যানজট নিরসন, আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটবে এবং ঢাকার Core Area বা মূল এলাকার জনঘনত্ব অনেকাংশে কমবে। বর্তমান বড় বড় শহরগুলোকে ইকোনমিক পাওয়ার হাউজও বলা হয়ে থাকে আর তা নির্ভর করে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারে উপর। কর্মসংস্থান, শিল্প উৎপাদন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিরাপদ, দ্রুতগামী ও নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

প্রায় ৪০০ বছর আগে ১৬ জুলাই ১৬১০ খ্রি: বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সুবে-বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকা যাত্রা শুরু করে, পরে বাংলা এবং আসামের রাজধানী, প্রদেশিক রাজধানী এবং সর্বশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। স্বাধীনতার পরে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নের ফলে ঢাকা মেঘা সিটিতে পরিণত হয় এবং বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎতম নগরী। তৎকালীন ডিটিসিবি কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন, আধুনিক ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি 'কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা' (Strategic Transport Plan ev STP) প্রণয়ন করে। STP তিন ধাপে [ধাপ-১: ২০০৫-২০০৯, ধাপ-২: ২০১০-২০১৪, ধাপ-৩ (ক): ২০১৫-২০১৯ এবং ধাপ-৩ (খ): ২০২০-২০২৪] বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু STP ২০০৮ সালে অনুমোদিত হওয়ায় প্রথম ধাপে কোন কাজ করা সম্ভবপর হয়নি।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর STP তে যে-সকল সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে। একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরো কতিপয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বাস রেপিড ট্রানজিট; কুড়িল ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, বনানী রেলওয়ে ওভারপাস; রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার এবং বনানী রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ; বেগুনবাড়ী-হাতিরঝিল এলাকা সমন্বিত উন্নয়ন; শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু; পিপিপি ভিত্তিতে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার নির্মাণ; বিজয় সরণি-তেজগাঁও লিংক রোড নির্মাণ; ৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ; ২য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ অন্যতম।

বিগত প্রায় সাড়ে ৮ বৎসরে পরিবহন সেক্টরসহ দেশের অন্যান্য সেক্টরে ব্যপক আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিধিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকার চারিদিকে নতুন নতুন উপ-শহর সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন: পূর্বাচল ও ঝিলমিল।

ফলশ্রুতিতে বর্ধিত Urban Transport এর চাহিদা ও পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে STP সংশোধনের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী JICA এর সহায়তায় Revision and Updating of Strategic Transport Plan (RSTP) প্রকল্পটি গত ২৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২০০৫ সালে প্রণীত STP হালনাগাদ ও সংশোধন করে ২০১৫-২০৩৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ-বিষয়ে পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ / কর্তৃপক্ষ / অধিদপ্তর / সংস্থা প্রতিষ্ঠানের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয় এবং খসড়া RSTP Website-এ প্রকাশ করে সাধারণ নাগরিকদের মতামতও গ্রহণ করা হয়। গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সংশোধিত STP মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়। কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (STP) সংশোধন ও হালনাগাদ করার সাথে সাথে ২০০৫ সালে প্রণীত Urban Transport Policy Ges Institutional Development Report-দ্বয়ও হালনাগাদ করা হয়।

ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক, ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ ও নির্গমন মুখ এবং ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিলিয়ন ট্রিপ তৈরি হয়। সংশোধিত STP অনুযায়ী ২০২৫ সালে ৪২ মিলিয়ন ট্রিপ এবং ২০৩৫ সালে ৫২ মিলিয়ন ট্রিপ তৈরি হবে। এই বিশাল পরিবহন চাহিদা মেটানোর জন্য সংশোধিত STP তে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনায় চিহ্নিত প্রধান প্রধান সেক্টরসমূহ নিম্নরূপ:

- ৫টি মাস রেপিড ট্রানজিট (এমআরটি) [এমআরটি-১, ২, ৪, ৫ ও ৬]
- ২টি বাস রেপিড ট্রানজিট (বিআরটি) [বিআরটি-৩ ও ৭]
- ৩টি রিং রোড [ইনার, মিডল এবং আউটার]
- ৮টি রেডিয়াল সড়ক [ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা- টংগী-ঘোড়াশাল, ঢাকা - পূর্বাচল - ভূলতা, ঢাকা - কাঁচপুর-মেঘনা সেতু, ঢাকা - সাইনবোর্ড - নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা - ঝিলমিল - ইকুরিয়া, ঢাকা - আমিনবাজার - সাভার, ঢাকা - আশুলিয়া - ডিইপিজেড] নির্মাণ
- ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে [ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা- চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-সিলেট এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসওয়ে] নির্মাণ
- ২১টি ট্রান্সপোর্টেশন হাব [প্রধান ট্রান্সপোর্টেশন হাব: হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, মহাখালী বাস টার্মিনাল, যাত্রাবাড়ী বাস টার্মিনাল, গাবতলী বাস টার্মিনাল, গাবতলী সার্কুলার ওয়াটারওয়ে স্টেশন ও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল]
- ঢাকার চারপাশের বৃত্তাকার জলপথ উন্নয়ন
- ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; এবং
- বাস পরিবহন ব্যবস্থা পুনর্গঠন [রুট রেসনালাইজেশন, বাস কোম্পানি গঠন, রিলোকেশন অব বাস টার্মিনাল]
- STP তে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে নিম্নোক্ত দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে
- পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পূর্বেই মিডল অথবা আউটার রিং রোডের দক্ষিণ অংশের মহাসড়ক নির্মাণ [মুন্সীগঞ্জ জেলার বাউরভিটা হতে নারায়ণগঞ্জ জেলার কাইকারটেক পর্যন্ত] এবং
- এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে ইস্টার্ণ ফ্রিঞ্জ এলাকা [বালু নদীর পূর্ব পাড় হতে ঢাকা বাইপাসের পশ্চিম পাড়ের মধ্যবর্তী অংশ] এর সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও উন্নয়ন।

RSTP-তে গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পথচারী বান্ধব ফুটপাত উন্নয়ন, বৃত্তাকার নৌ-পথের উন্নয়ন, বাস নেটওয়ার্ক সংস্কার এর উপরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ভূমি ব্যবহার এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে ভবিষ্যতে বৃহত্তর ঢাকার বিনির্মাণে RSTP একটি রুপকল্প হিসেবে কাজ করবে।

RSTP'র সুপারিশের আলোকে উত্তরা হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এ গণপরিবহনে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এছাড়া MRT Line-1 এবং MRT Line-5 নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। এ দু'টি লাইনে বাংলাদেশে প্রমবারের মতো প্রায় ৩২ কিলোমিটার Underground MRT বা পাতাল রেলের সংস্থান রাখা হয়েছে। MRT Line-2 নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হচ্ছে। এয়ারপোর্ট-ঝিলমিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণের লক্ষে বিস্তারিত নকসা প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গণপরিবহনে উভয়দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হলে গাজিপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত অনায়াসে স্বাচ্ছন্দে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।

ঢাকা মহানগরীর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন এবং সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশোধিত STP-তে উল্লিখিত যে কোন প্রকল্প যে কোন উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়ন করতে পারবে। তবে সংশোধিত STP এর বাহিরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ অনুযায়ী ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রকল্প গ্রহণের সম্মতি প্রদান ও বাস্তবায়ন সমন্বয় সাধন করবে।